যুগান্তর

তারিখ ····16 JAN 2010
পৃষ্ঠা ··· ১ ··· কলাম ···৭ ······

যুগান্তর

বিএল কলেজে ছাত্রলীগ-শিবির সংঘর্ষ চলাকালে রামদা হাতে এক পক্ষের মহড়া

তিনটি কলেজে ছাত্রলীগ-শিবির সংঘর্ষে আহত ৭০

যুগান্তর ডেস্ক

খুলনা-দিনাজপুর ও মেহেরপুরে ছাত্রলীগ এবং শিবির সংঘর্ষে ৭০ জন আহত হয়েছে। সংঘর্ষের পর দিনাজপুর সরকারি কলেজ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। খুলনার দৌলতপুর কলেজে নিষিদ্ধ করা হয়েছে সংগঠনের কার্যক্রম। যুগান্তর ব্যুরো ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

খুলনা ব্যুরো : শুক্রবার খুলনার দৌলতপুর সরকারি বিএল কলেজে ছাত্রলীগ-ছাত্রশিবির সংঘর্ষে পুলিশ-সাংবাদিকসহ কমপক্ষে ৪০ জন আহত হয়েছেন। আহতদের মধ্যে একজনের অবস্থা আশংকাজনক। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশ লাঠিচার্জ ও কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করে। কলেজ কর্তৃপক্ষ সব ছাত্র সংগঠনের কার্যক্রম নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। কলেজ ক্যাম্পাসে উত্তেজনা বিরাজ করছে এবং অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। জানা গেছে, শুক্রবার সকাল ১১টায় বিএল কলেজে অনার্স প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষা শুরু হয়। দুপুর ১২টায় পরীক্ষা শেষে শিক্ষার্থীরা বেরিয়ে এলে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন মিছিল স্লোগানের মাধ্যমে তাদের অভিনন্দন সংঘর্ষে : পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ১

সংঘর্ষে : ছাত্রলীগ-শিবির

(১ম পৃষ্ঠার পর)

জানায়। দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে ছাত্রশিবিরের কর্মীরা বিএল কলেজ মাঠের মাঝে অবস্থান নিয়ে উল্লাস করতে থাকে। এ সময় মাঠের একপ্রান্ত থেকে মিছিল নিয়ে ছাত্রলীগের কর্মীরা প্রশাসনিক ভবনের দিকে এগিয়ে আসে। এ সময় শিবিরের নেতাকর্মীরা হাতে হাত বেঁধে দীর্ঘ লাইন তৈরি করে পুরো মাঠ ঘিরে ফেলে। এতে মিছিল নিয়ে এগিয়ে আসা ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা বাধা পায়। এ অবস্থায় তারা শিবির নেতাদের কাছে প্রতিবাদ জানায়। এরপর উভয় গ্রুপের নেতাকর্মীদের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক থেকে হাতাহাতি ও ধাওয়া-পাল্টাধাওয়া শুরু হয়। এ সময় উভয়পক্ষ ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে এবং লাঠিসোটা, রামদাসহ ধারালো অস্ত্র নিয়ে একে অপরের ওপর চড়াও হয়। পুলিশ ২০ রাউন্ড কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করে এবং দু'গ্রুপকে ছত্রভঙ্গ করে দেয়। সংঘর্ষে তিন পুলিশ, দু'জন সাংবাদিকসহ কমপক্ষে ৪০ জন আহত হন। আহতদের মধ্যে ছাত্রলীগের ১৫ জন ও শিবিরের ১০ জন কর্মী রয়েছে। তবে ছাত্রলীগ ও শিবির দাবি করেছে, সংঘর্ষে তাদের ২৫ জন করে নেতাকর্মী আহত হয়েছে। এদের মধ্যে তৌহিদুর রহমান, আশরাফুল ইসলাম, পবিত্র কুমার সাহা, স্বপন কুমার ঘোষ, পবিত্র মণ্ডল, সাইফুজ্জামান মুকুল, কামাল আহমেদ, শাকিল আহমেদ, মেহেদী হাসান, প্রবল, ইব্রাহিম ও মনিরুলসহ বেশ কয়েকজনকে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আহতদের মধ্যে শিবিরের তৌহিদুর রহমানের অবস্থা আশংকাজনক। তার জরুরি অস্ত্রোপচার হয়েছে।

ঘটনার পর পুলিশ ক্যাম্পাসের বিভিন্ন স্থান থেকে আটজনকে সন্দেহজনকভাবে আটক করে। এরা হচ্ছে— শেখ সোহেল উদ্দীন (১৭), মোঃ আসলাম (১৮), আবু হাসান (১৭), শরিফুল ইসলাম (১৭), মাসুম বিল্লাহ (১৮), জিয়াউল ইসলাম (১৭), রিয়াজ মাহমুদ (২০) ও কামাল হোসেন (৩০)। সংঘর্ষের পর তল্লাশিকালে কলেজের মুহসীন হলের সবগুলো কক্ষ তালাবদ্ধ অবস্থায় পাওয়া গেছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

এ ঘটনার পর বিএল কলেজের অধ্যক্ষের সভাপতিত্বে শিক্ষক পরিষদের এক জরুরি বৈঠক হয়। এতে কলেজের ছাত্র সংগঠনগুলোর সার্বিক কার্যক্রম স্থগিত করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। উল্লেখ্য, এর আগে এ কলেজে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের বিরোধপূর্ণ অবস্থার কারণে ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। পরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে নিষেধাজ্ঞা শিথিল করা হয়।

মেহেরপুর : মেহেরপুর সরকারি কলেজে প্রভাব বিস্তারকে কেন্দ্র করে ছাত্রলীগ-শিবিরের মধ্যে সংঘর্ষে সাংবাদিকসহ অন্তত ১৫ জন আহত হয়েছে এবং ৪টি মোটরসাইকেল পোড়ানো হয়েছে। পুলিশ এ ঘটনায় ছাত্রশিবিরের সভাপতি মখলেসুর রহমান হাসান ও সেক্রেটারি জালাল উদ্দিনসহ ১৪ জনকে আটক করেছে। শুক্রবার দুপুরে দফায় দফায় এ সংঘর্ষকালে মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কে প্রায় চার ঘণ্টা সড়ক যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়।

মেহেরপুর শহর আওয়ামী লীগের সভাপতি অ্যাডভোকেট ইয়ারুল ইসলাম জানান, অনার্সে ভর্তি পরীক্ষা চলাকালে কলেজ ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগের বেশ কিছু কর্মী অবস্থান করছিল। এ সময় শিবিরের একটি দল এসে ওই ছাত্রলীগ কর্মীদের ওপর চড়াও হয়ে মারধর শুরু করলে ছাত্রলীগ কর্মীরা পালিয়ে যায়। পরবর্তীতে ছাত্রলীগ সংগঠিত হয়ে কলেজ ক্যাম্পাসে ফিরে এলে দফায় দফায় ধাওয়া-পাল্টাধাওয়া ও ইটপাটকেল ছোড়াছুড়ি হয়। এ সময় শিবির কর্মীরা ছাত্রলীগের একটি মোটরসাইকেল পুড়িয়ে দেয়। এ সংঘর্ষে ছাত্রলীগের ৭-৮ জন কর্মী আহত হয়। এরপর ছাত্রশিবিরের কর্মীরা কলেজের অদূরে সাবেক অধ্যক্ষ আবদুস সালামের বাড়িতে তাদের স্বপ্নায়ন নামে মেসে ফিরে যায়। পরে পুলিশ এসে মেস তল্লাশি চালায়।

এদিকে জামায়াতে ইসলামীর মেহেরপুর জেলা আমীর হাজী ছমির উদ্দিন ও জেলা সেক্রেটারি সিদ্দিকুর রহমান জানান, শিবির কর্মীরা কলেজে ভর্তিচ্ছুকদের স্বাগত জানিয়ে হ্যান্ডবিল বিতরণ করছিল। এ সময় ছাত্রলীগ কর্মীরা তাদের ওপর হামলা চালায়। এতে শিবিরের ৫-৭ জন আহত হয়। তারা আরও জানায়, পরে ছাত্রলীগ কর্মীরা তাদের জেলা অফিসে অবস্থানরত নেতা আবদুল জাব্বার, আসান আলী ও সিরাজুল হক মাস্টারকে মারধর করে অফিস থেকে বের করে দেয়। এ সময় তাদের তিনটি মোটরসাইকেল পুড়িয়ে দেয়। তারা আরও বলেন, মেস থেকে শিবিরের সভাপতি-সেক্রেটারিসহ ২০-২৫ জনকে পুলিশ আটক করে নিয়ে গেছে। হাসপাতালে দু'জন ছাত্রলীগ কর্মীকে ভর্তি করা হয়েছে। অন্যদের প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেয়া হয়েছে।

সাংবাদিক পলাশ মন্ডলের জানান, সংঘর্ষের ছবি তুলতে গেলে ছাত্রলীগ কর্মীরা তার ভিডিও ক্যামেরা ভাংচুর করে। প্রথম আলোর সাংবাদিক তুহিন আরণ্যের ওপরও ছাত্রলীগ কর্মীরা হামলা করে। মেহেরপুরের সাংবাদিকরা সাংবাদিকদের ওপর হামলা ও ক্যামেরা ভাংচুরের তীব্র নিন্দা জানান।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা রবিউল ইসলাম জানান, শিবিরের মেস তল্লাশি করে ১২-১৪ জনকে আটক করা হয়েছে এবং লাঠিসোটা ও ধারালো কিছু অস্ত্র এবং সিডি উদ্ধার করা হয়েছে।

দিনাজপুর : দিনাজপুর সরকারি কলেজে গতকাল ছাত্রলীগ ও ছাত্রশিবিরের মধ্যে সংঘর্ষে কমপক্ষে ১৫ জন আহত হয়েছে। এ সময় কলেজের মুসলিম হোস্টেলের ৩০টি কক্ষ জ্বালিয়ে দেয়া হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে কর্তৃপক্ষ সম্মান ও স্নাতকোত্তর শ্রেণীর সব ক্লাস অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দিয়েছে। গতকাল সন্ধ্যা ৭টার মধ্যে ছাত্রদের এবং আজ সকাল ১০টার মধ্যে ছাত্রীদের হোস্টেল ত্যাগের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কলেজে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শী ও সাধারণ শিক্ষার্থীরা জানান, গতকাল কলেজে স্নাতক (সম্মান) শ্রেণীর ভর্তি পরীক্ষা শেষে দুপুর ১২টার দিকে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন পরীক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জানাতে মিছিল বের করে। সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট, ছাত্রশিবির মিছিল করার পর ছাত্রলীগ মিছিল বের করে। বেলা ১টার দিকে মিছিলটি কলেজের বাংলা বিভাগের সামনে শিবিরের প্রচার কেন্দ্র অতিক্রম করে বিজ্ঞান ভবনের দিকে যাচ্ছিল। এ সময় শিবিরের কর্মীরা পেছন থেকে ছাত্রলীগের মিছিলে ইটপাটকেল নিক্ষেপ শুরু করে এবং লাঠি নিয়ে মিছিলটি ধাওয়া করে। এ সময় সংঘর্ষ বাধে।

মুসলিম হোস্টেল শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক জয়নুল দাবি করেন, সংঘর্ষে তাদের ১০ জন নেতাকর্মী আহত হন। তাছাড়া শিবিরের কর্মীরা মুসলিম হোস্টেলে নিজেদের ১৫টি কক্ষ ভাংচুর করেছেন।

কলেজ শাখা ছাত্রশিবিরের সাধারণ সম্পাদক আবদুল কাইয়ুমের অভিযোগ, ছাত্রলীগের মিছিল থেকে শিবিরের প্রচার কেন্দ্রে থাকা নেতাকর্মীদের ওপর হামলা চালানো হয়। ছাত্রলীগ মুসলিম হলে শিবিরের কর্মীদের ১৫টি কক্ষ ভাংচুর করে বলে তিনি দাবি করেন।

দিনাজপুর সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ মোঃ আলাউদ্দিন মিয়া সংঘর্ষের ঘটনাকে দুঃখজনক আখ্যায়িত করে বলেন, একাডেমিক কাউন্সিলের জরুরি সভায় সম্মান ও মাস্টার্সের ক্লাস অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। কলেজ ক্যাম্পাসের বাইরে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর ক্লাস হওয়ায় সেসব ক্লাস চালু রাখার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। তবে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন সব পরীক্ষা পূর্ব নির্ধারিত সময়ে অনুষ্ঠিত হবে বলে তিনি জানান।

দিনাজপুর কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শামীম ইকবাল হাসান বলেন, বহিরাগতদের কলেজ থেকে বের করে দেয়া হয়েছে। পরিস্থিতি শান্ত না হওয়া পর্যন্ত পুলিশ থাকবে।